আজকের কাগজ

তারিখ 14 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ উপেক্ষিত

কারিগরি শিক্ষা আবার সংকটে পড়ছে

আলতাফ চৌধুরী ঃ পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান সমস্যাগুলোর সমাধান আজো হয়নি। এমনকি সমস্যা সমাধানের কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। ইতোপূর্বে দেশের ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের সুনির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে অনির্দিষ্টকাল কর্মবিরতির আন্দোলনে নেমেছিলেন। ফলে দেশের কারিগরি শিক্ষা সংকটে পড়েছিলো। বিগত ২২ অক্টোবর '৯২ সরকার পলিটেকনিক শিক্ষকদের দাবি পূরণের লিখিত আশ্বাস দিয়েছিলো। কথা ছিলো ১) ৩০ নভেম্বর '৯২-এর মধ্যে চীফ ইনস্ট্রাকটর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হবে। ২) ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিসিএস কারিগরি শিক্ষায় যে সকল ইনস্ট্রাক্টর, ওয়ার্কশপ সুপার, প্রভাষক-এর চাকরি পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদেরকে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের প্রভাষকদের মতো একবারের মতো সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হবে এবং এই নির্দেশও ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। ৩) এডহকে কর্মরত মাত্র ১৭ জন ইনস্ট্রাক্টর, টিটি ইনস্ট্রাক্টরকে মানবিক কারণে চাকরিতে নিয়মিত করা হবে এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রি ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করবেন। ৪) উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে পলিটেকনিক শিক্ষকদের বিশেষ বর্ধিত বেতন প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষকতায় উৎসাহিত করা হবে। তাছাড়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টরদের গেজেটেড মর্যাদা প্রদান, কারিগরি শিক্ষার সহজ ও স্বল্প খরচে সম্প্রসারণ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে নতুন নতুন কাম্য প্রযুক্তির প্রচলন, পলিটেকনিক শিক্ষকদের জন্যে একটি বিজ্ঞানসম্মত চাকরি কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ক্যাম্পাস সমস্যার সমাধান, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা, উন্নয়ন খাতের পদসমূহকে রাজস্ব খাতে আনয়নসহ প্রায় ১৭টি বিষয় বাস্তবায়নের জন্যে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ৪ মাস পার হলেও অদ্যাবধি উল্লেখিত সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান হয়নি।

বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি ফোরামের সঙ্গে জানিয়েছে, প্রশাসনিক বিভিন্ন ধরনের টালবাহানা তথা লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে সরকারি সিদ্ধান্ত আজো বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি প্রধানমন্ত্রী ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে যে ২৬ জন শিক্ষককে চীফ ইনস্ট্রাক্টর পদে পদোন্নতিদানের অনুমোদন দিয়ে সুপারিশ করেছিলেন তাও বাস্তবায়িত হয়নি। এদের ৩ জন শিক্ষক পদোন্নতি না পেয়েই চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। যে সকল ইনস্ট্রাক্টর, ওয়ার্কশপ সুপারদের চাকরি ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদেরকে একবারের জন্যে সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু পলিটেকনিক শিক্ষকরা ন্যায় বিচার পায়নি। কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষক যাদের চাকরি ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদেরকে পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি প্রদান না করে শুধুমাত্র ডিসেম্বর '৯২ পর্যন্ত শূন্য পদে পদোন্নতির জন্যে অব্যাহতি প্রদান করার মতো বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গোটা কারিগরি শিক্ষায় মাত্র ১৭ জন শিক্ষক ইনস্ট্রাক্টর ও টিটি ইনস্ট্রাক্টর ৮/১০ বছর যাবত এডহকে চাকরিরত আছেন। প্রধানমন্ত্রী এই শিক্ষকের নিয়মিতকরণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের ব্যাপারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়ার পরও প্রধানমন্ত্রীর কাছে সারসংক্ষেপ পাঠানো হয়নি। এসব নানাবিধ কারণে আবারো পলিটেকনিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কারিগরি শিক্ষা পুনরায় সংকটে পড়তে যাচ্ছে।